



বাসমাহর উদ্যোগে দেশজুড়ে শীতবস্ত্র বিতরণ



২৭ নং রোহিঙ্গা শরণার্থী ক্যাম্প, টেকনাফ, কক্সবাজার



সাবকং, টেকনাফ, কক্সবাজার



ভূমভাগর, পালশনিরহাট



খোরখাট, দিনাজপুর

সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের চাহিদারও পরিবর্তন হয়। গ্রীষ্মের খরতাপে ক্লান্ত পথিকের আকাজ্ঞা যেমন থাকে পেয়ালা ভরা শীতল পানির, তেমনই মানুষ খুঁজে নেয় ছায়াঘেরা আশ্রয়। প্রবল বর্ষণের হাত থেকে রেহাই পেতে দরকার হয় পানি নিরোধক পোষাক অথবা ছাতা। আর শীতের দাপট থেকে বাঁচতে হলে প্রয়োজন হয় উষ্ণ পোষাকের। প্রয়োজন হয় ওম জড়ানো চাঁদর কিংবা কম্বলের।

ধনী ও সচ্ছল লোকদের পক্ষে এসব প্রয়োজন মেটানো কঠিন কিছু নয়। হাতে টাকা থাকলে বাজারে গিয়ে চাইলেই কাঙ্ক্ষিত বস্ত্র কেনা যায়। আজকাল অনলাইনে অর্ডার করলেও চাহিদার জিনিসটা দোরগোড়ায় চলে আসে।

এই হলো ধনী সচ্ছল লোকদের অবস্থা! কিন্তু এর বাইরেরও কিছু বাস্তবতা আছে, আছে করুণ দৃশ্য ও পরিস্থিতি। কিছু মানুষ আছে অসহায় ও সামর্থহীন। তাদের শরীরেও একই রক্ত প্রবাহমান, তারাও অন্যান্যদের মতো রক্ত-মাংসে গড়া মানুষ। তারাও শীতের তীব্রতায় কুকড়ে যায়, হাঁড়-কাপানো শীতে তাদেরও প্রয়োজন হয় উষ্ণ পোষাকের। কিন্তু তাদের সেই প্রয়োজনীয় পোষাকটি কেনার সামর্থ্য হয় না। সেই সব অসহায়, গরীব ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষগুলোর পাশে এসে দাঁড়ানোর দায়িত্বটা নেয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছে বাসমাহ ফাউন্ডেশন। গত বছরের ধারাবাহিকতায় এই শীত মৌসুমেও

শীতবস্ত্র সোয়েটার, কম্বল ও চাদর বিতরণের কার্যক্রম হাতে নিয়েছিল বাসমাহ। তারই প্রেক্ষিতে গত ১২ই ডিসেম্বর উখিয়া থানাধীন বাসমাহ শিশু শিক্ষাকেন্দ্রে প্রায় ২০০ শিক্ষার্থীদের মাঝে সোয়েটার বিতরণের মাধ্যমে কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়। ১৪ই ডিসেম্বর টেকনাফের একটি এতিমখানা ও ৪টি মজবুর শিশুদের মাঝে প্রায় ৫০০ এবং ২১ ডিসেম্বর উখিয়ায় প্রায় সারে চারশত সোয়েটার বিতরণ করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে লালমনিরহাট, দিনাজপুর, ময়মনসিংহ ও সিরাজগঞ্জ সহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে শীতাত মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়া হয়েছে গায়ের চাদর, সোয়েটার ও কম্বল। উল্লেখ্য এই মৌসুমে মোট ৬০০০ পিস সোয়েটার ৭০০০ পিস কম্বল এবং ১০০০ পিস চাদর বিভিন্ন শীতাত মানুষের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে।



বাসমাহ শিক্ষাকেন্দ্র, পেটর-৩, উখিয়া, কক্সবাজার



Happy New Year

2020

BASMAH
Foundation

Phone: 01709258625
Web: www.basmah.org





শরণার্থী শিবিরে

বাসমাহ ফাউন্ডেশনের প্রজেক্ট ম্যানেজার হিসেবে দায়িত্ব পাওয়ার পর কক্সবাজারে কেটে গেলে বেশ কয়েকমাস। উখিয়া থানাধীন রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবিরে বাসমাহ পরিচালিত ৬টি মেডিকেল ক্যাম্প এবং ৬টি শিক্ষাকেন্দ্র রয়েছে। এসব তদারকির স্বার্থে শরণার্থী ক্যাম্পে প্রায় প্রতিদিনই যাওয়া হয়। বাচ্চাদের সব সময় দেখতে দেখতে কখন যে বুকের একপাশে জায়গা দিয়ে ফেলেছি বুঝতে পারিনি। হঠাৎ একদিন ক্যাম্প থেকে সিএনজি যোগে অফিসে ফেরার পথে শিক্ষাকেন্দ্রের বাচ্চাদের কথা ভাবছিলাম। যখন মনে হলো একদিন হয়তো ওদের ছেড়ে চলে যেতে হবে, তখন বুকের ভেতরটা কেমন যেন করে উঠলো, এত অল্প সময়ে আমাকে বাচ্চার কত আপন করে নিয়েছে। ওদের নিষ্পাপ চেহারার দিকে তাকিয়ে যেমন আমি পর্বতারোহনের ক্লাস্তি ভুলি, ওরাও আমার দিকে তাকিয়ে মুখে হাসি রেখা ফুটিয়ে তোলে।

রোহিঙ্গা শরণার্থী ক্যাম্পে বাসমাহ'র ৬ টি শিক্ষাকেন্দ্রে প্রায় ৪৩০ জন শিক্ষার্থী আছে। সব শিশুদের মুখে হাসি ফোটানো সম্ভব না হলেও অন্তত এই শিশুদের মুখে সব সময় হাসি ফোটানোর আশ্রয় চেষ্টা করছে এবং ৩টি মেডিকেল টিমের মাধ্যমে সবাইকে সেবা দিয়ে আসছে। শিশুরা আসলেই অনেক মায়ানি হয়, হোক সে বাঙ্গালি অথবা রোহিঙ্গা, তবে ওরা একটু সহজ-সরল। আমরা নিয়মের মধ্যে থেকেই ওদের সেবার জন্য কাজ করে যাচ্ছি।

- মোঃ জাহাঙ্গীর আলম

প্রোজেক্ট ম্যানেজার: বাসমাহ ফাউন্ডেশন

টেকনাফে মাল্টি সেন্টার প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা গ্রহণ:

নতুন অফিস উদ্বোধন

কক্সবাজারের টেকনাফ থানাধীন রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবিরে (২৬ নং ক্যাম্প) বৃহৎ পরিসরে মাল্টি সেন্টার প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে বাসমাহ ফাউন্ডেশন। মাল্টি সেন্টারের অধিনে মেডিকেল ক্যাম্প, স্কুল, খেলার মাঠ, গোডাউন ইত্যাদি থাকবে বলে কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন। অফিস ব্যবস্থাপক আশাবুদ্দীন বলেন মেডিকলে উন্নতমানের চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করা এবং স্কুলে পড়াশোনার প্রত্যাশিত পরিবেশ তৈরী করতে বাসমাহ বদ্ধপরিকর। কাজের সার্বিক অবস্থা

সেচ্ছাসেবীদের সহযোগীতায় দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সোয়েটার বিতরণ

আলহামদুলিল্লাহ, প্রকৃত প্রাপ্য ব্যক্তিদের মাঝে ত্রাণ সামগ্রী পৌঁছে দেয়ার ক্ষেত্রে বাসমাহ ফাউন্ডেশন বরাবরই দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিয়ে আসছে। দেশব্যাপী সেবামূলক কার্যক্রম সম্প্রসারণের স্বার্থে বাসমাহ কর্তৃপক্ষ সেচ্ছাসেবীদের



সহায়তা নেয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল। সেই পরিপেক্ষিতে বাছাইকৃত ও বিশ্বস্ত সেচ্ছাসেবীদের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রায় ২০০০ গরীব ও অসহায় শীতর্ত শিশুদের গায়ে জড়িয়ে দেয়া হয়েছে উষ্ণ পোষাক-সোয়েটার।



সিরাজগঞ্জে দরিদ্র কর্মজীবী নারীদের মাঝে সেলাইমেশিন বিতরণ

বাসমাহ ফাউন্ডেশনের সেলাইমেশিন প্রকল্পের অধিনে সিরাজগঞ্জ জেলার বহুলী ইউনিয়নের বাগডুমুর এলাকায় চলতি মাসের ৯ই জানুয়ারি দরিদ্র কর্মজীবী নারীদের মাঝে সেলাইমেশিন বিতরণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, বাসমাহ ফাউন্ডেশন দীর্ঘ তিনমাস অসহায়, দরিদ্র ও কর্মজীবী

নারীদেরকে সেলাই প্রশিক্ষণ করিয়ে তাদের মাঝে সেলাইমেশিন বিতরণ করে থাকে। বাসমাহ ফাউন্ডেশন সেলাইমেশিন প্রকল্পের অধিনে লালমনিরহাট, দিনাজপুর, টেকনাফ এবং ময়মনসিংহে নিম্নবিত্তের মহিলাদেরকে সেলাই প্রশিক্ষণ করিয়ে তাদের মাঝে মেশিন বিতরণ করে আসছে। বাসমাহ ফাউন্ডেশন এই প্রকল্পের মাধ্যমে নিম্নবিত্তের দরিদ্রশ্রেণীর মাঝে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে ব্যাপক ভূমিকা পালন করে চলেছে। কর্মজীবী নারী সমাজ বাসমাহ ফাউন্ডেশনের এই প্রকল্পে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে তাদের জীবিকা নির্বাহের ক্ষেত্রে অনেকটা সহজ হয়েছে বলে তারা অকপটে স্বীকার করেছে।

তদারকি এবং নিবিড় পরিচর্যার স্বার্থে শালবাগান ২৬ নং ক্যাম্প সংলগ্ন একটি অফিস খোলা হয়েছে। এছাড়াও বর্তমানে কক্সবাজারের উখিয়া থানাধীন শরণার্থী শিবিরের বিভিন্ন পয়েন্টে মোট ৬টি মেডিকেল ক্যাম্প এবং ৬টি স্কুল প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। স্কুলগুলোতে প্রায় অর্ধ হাজার শিক্ষার্থী তাদের প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করছে। প্রতি মাসেই নতুন নতুন শিক্ষার্থী

বৃদ্ধি পাচ্ছে। ৬টি মেডিকেল ক্যাম্পে প্রতি মাসে প্রায় ৩ হাজারো র্ধ পরিবারকে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

উল্লেখ্য মানবতার সেবায় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে বাসমাহ ফাউন্ডেশন। মিয়ানমার থেকে জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর মাঝেও ব্যাপক সেবামূলক কাজ করা ছাড়াও দেশের বিভিন্ন সুবিধাবঞ্চিত জনপদে কাজ বিরামহীনভাবে চলমান রয়েছে।



নববর্ষের শুভেচ্ছা

সকল দাতা, সহযোগী এবং সেচ্ছাসেবীদেরকে বাসমাহ ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। বিগত বৎসরগুলোতে আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য আমরা আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞ। আমরা বিশ্বাস করি আপনারা সঙ্গে ছিলেন বলেই বাসমাহ ফাউন্ডেশন এতোদূর পথ অতিক্রম করতে পেরেছে। আল্লাহ তাআলা আপনাকে এবং আপনার পারিবারকে উত্তম প্রতিদান দিক! আগামী দিনগুলোতেও আপনারা সহযোগিতার এই ধারা অব্যাহত রাখবেন বলে আমরা আশাবাদ ব্যক্ত করছি!

মীর সাখাওয়াত হোসাইন

প্রতিষ্ঠাতা ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক: বাসমাহ ফাউন্ডেশন

১০টি নতুন সমন্বিত সেবাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা

দেশের বিভিন্ন সুবিধাবঞ্চিত এলাকায় দরিদ্র ও অসহায় জনগোষ্ঠীর স্বার্থে সমন্বিত সেবাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে বাসমাহ ফাউন্ডেশন। প্রতিটি সেবাকেন্দ্রের অধিনে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প ও স্কুল অন্তর্ভুক্ত থাকবে বলে সিদ্ধান্ত হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ চলতি জানুয়ারি মাস থেকেই ৪টি সেন্টারের কার্যক্রম আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়েছে। যেগুলোতে বর্তমানে প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।



গত ১৪ ই ডিসেম্বর টাঙ্গাইলের শুগুয়াচর এলাকায় এই মৌসুমে ৪র্থ বারের মতো বাদামের বীজ বিতরণ করা হলো। বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাসমাহ ফাউন্ডেশনের সেক্রেটারি জেনারেল তুহিন মাহমুদ ও প্রজেক্ট ম্যানেজার আল আমীন। এছাড়াও স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। শুগুয়াচরে প্রায় ৬০০ পরিবারে বাদামের বীজ বিতরণের প্রকল্প নিয়ে কাজ করেছে বাসমাহ ফাউন্ডেশন। এবারের আয়োজনে আরও ১৫০টি পরিবারে আবাদ উপযোগী বাদামের বীজ বিতরণ করা হয়েছে।

উল্লেখ্য এরপূর্বে শুগুয়াচরে গরীব ও সামর্থ্যহীন কৃষি পরিবারে আরও ৩ দফায় বাদামের বীজ বিতরণ করা হয়েছে। 'শুগুয়া চর' টাঙ্গাইলের ভূঞাপুর থানাধীন একটি এলাকা। বর্ষা দিনে এখানে থই থই পানি আর খড়ার সময় ধু ধু মরু!

এলাকার প্রভাবশালী, টাকাওয়ালা অনেকেই পাড়ি জমিয়েছেন উন্নত কোনো শহরে। কিন্তু ইচ্ছায় কিংবা অনিচ্ছায় এখানেই দিন গুজার করেন হাজারও অভাবী ও দুস্থ মানুষ। এলাকার কৃষি আবাদের ক্ষেত্রে এখানে বাদামটাই বেশী অগ্রহের। বাদামের ভালো ফলন পেতে হলে বেলে মাটিই চাই। তাই এখানকার মানুষ বাদামের ফসলে স্বপ্ন বুনেন। কিন্তু বন্যার করাল গ্রাস থেকে কোনো মত ফিরে আসা বহু মানুষের পক্ষে সম্ভব হয় না, মাঠে ফসল ফলানোর জন্য কৃষি বীজ কেনার। অনেক সময় কৃষি জমি অনাবাদিই ফেলে রাখতে হয়। কিংবা স্বল্প মূল্যে জমি বর্গা দিয়ে দিতে হয় সামর্থ্যবান কারো কাছে। সুবিধাবঞ্চিত ও অভাবগ্রস্ত এসব মানুষের পাশে থাকবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল বাসমাহ ফাউন্ডেশন। আলহামদুলিল্লাহ! বাসমাহ সেই প্রতিশ্রুতি পালনে বরাবরই তৎপরতা দেখিয়ে আসছে।

যোগাযোগ

Phone: +8801709-258625
basmahfoundation@gmail.com

fb.com/basmahfoundation
http://www.basmah-bd.org

সাদিপুর, বড়নগর, সোনারগাঁ,
নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ।

